গ্যালাটিয়া

কোনো এক অজানা কারণে আমি মাঝে মাঝে নিজের দুঃখ কষ্টগুলো বা বেদনা ভাগ করে নিতে চাই জর্জের সঙ্গে। সহানুভূতির বিশাল এক দিঘি সে, তবে পুরোটাই নিজের জন্যে সংরক্ষিত বলে খামোকাই ওকে আমার দুঃখের বয়ান করি। তারপরও কেন যে কাজটা করি নিজেই জানি না।

সম্ভবত নিজের দুঃখের দিঘি এমন কানায় কানায় পূর্ণ যে তা বাইরে ছলকে পড়ে যায়।

পিকক অ্যালিতে পেট ভরে লাঞ্চ সারার পরে স্ট্রবেরি শটকেকের জন্যে অপেক্ষা করছি, আমি বললাম, 'আমি আসলে কী বলতে চাইছি তা সমালোচকরা না বুঝে উল্টোপাল্টা লেখার কারণে আমি অসুস্থ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছি জর্জ। আমার জায়গায় তারা হলে কী করত জানি না। তবে ওরা তো লিখতেই পারে না, যদি লিখতে পারত ওরাও তুলোধুনো হয়ে যেত। তাছাড়া—'

স্ট্রবেরি শটকেক চলে আসায় জর্জ ঝাঁপিয়ে পড়ল প্লেটের ওপর আমার কথা না শোনার ভান করে। অবশ্য স্ট্রবেরি না এলেও সে এ রকম কিছু একটা করে বসত।

'ওল্ড বয়,' বলল সে, 'জীবনের পরিবর্তন আপনাকে শান্তভাবে মেনে নিতে হবে। নিজেকেই জিজ্ঞেস করে দেখল এ কথা সত্যি যে আপনার হাবিজাবি লেখাগুলো পৃথিবীর বুকে অতি সামান্যই প্রভাব রাখতে পারে, সমালোচকরাও হয়তো এমনটিই বলেন, আর তারা যদি কিছু বলতে নাও চান, তাহলে ধরে নিতে হবে ওসব লেখার কোনো গুরুত্বই তাদের কাছে বহন করে না। এমনটি ভাবলে আপনি নিজেও স্বস্তি পাবেন, আলসারও হবে না। তবে আমার কাজ আপনার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তারপরও যে সব সমালোচনা আমাকে সহ্য করতে হয় তা অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক।'

www.banglainternet.com

'নিশ্চয়ই বলতে চাইছ না যে তুমিও লেখালেখি করো ?' কেকে কামড় দিতে দিতে বিদ্রুপের গলায় প্রশ্নটা করলাম আমি।

'না,' নিজের কেকে কামড় বসাল জর্জ, 'ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমার গুরুত্ব অনেক বেশি, মানবতার একজন উপকারক— তবে তিরস্কৃত, অপ্রশংসিত মানবতার উপকারক।'

জর্জের চোখের কোণে কি টলমল করে উঠল জল ? সন্দেহ হল আমার, তবু গলার স্বর নরম করে বললাম, 'আমি বুঝতে পারছি না তোমার মতামত এমনই অগ্রাহ্য কেন করা হয় যে সামান্য প্রশংসাটুকু কপালে জোটে না।'

'ঠাট্টা করছেন করুন,' বলল জর্জ, 'তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল সেই পরমাসুন্দরী এলডারবেরি মাগসের কথা।'

'এলডারবেরি ?' অবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

এলডারবেরি ছিল তার নাম [বলল জর্জ]। জানি না তার বাবা-মা কেন এ রকম নাম রেখেছিলেন। তবে এলডারবেরির ধারণা তার বাবা-মা দু'জনেই এলডারবেরী মদ খুব পছন্দ করতেন বলে মেয়ের এ রকম নামকরণ।

এলডারবেরির বাবা ছিল আমার বন্ধুর। মেয়ের নামকরণের দিন সে তার মেয়ের গডফাদার হতে আমাকে অনুরোধ করে। আমি ফেলতে পারিনি সে অনুরোধ। আমার অনেক বন্ধুই আমার আভিজাত্য, সরলতা এবং অকপটতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত, চার্চে আমার পাশে দাঁড়াতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। ফলে তাদের অনেক মেয়ের গডফাদার হতে হয়েছে আমাকে। স্বাভাবিকভাবেই এ সব বিষয় আমি বেশ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে থাকি এবং দায়িত্ববোধ দ্বারাও তাড়িত হই। এবং আমার গডচিলড্রেনদের সাথে, পরবর্তীতে, যতটা সম্ভব যোগাযোগ রেখে চলার চেষ্টা করি। বিশেষ করে তারা যদি বড় হয়ে এলডারবেরীর মতো অপূর্ব সুন্দরী হয়ে ওঠে।

এলডারবেরির বিশ বছর বয়সে তার বাবা মারা যায়, উত্তরাধিকার সূত্রে মোটা অঙ্কের টাকা পেয়ে যায় সে। আর ধনী হয়ে ওঠার সুবাদে পৃথিবীর চোখে তার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পায়। তবে আমার মতো মানুষ যে 'মাটি টাকা টাকা মাটি' নীতিতে বিশ্বাসী, সেও এলডারবেরির টাকা রক্ষার জন্যে

www.banglainternet.com

সচেষ্ট হয়ে ওঠে। যাতে সরল মেয়েটাকে কেউ ঠকাতে না পারে। ফলে প্রায়ই ওর বাসায় যেতে থাকি আমি। সে আঙ্কেল জর্জের ভারি ন্যাওটা ছিল। এ জন্যে ওকে দোষ দিতেও পারি না।

বাবার টাকা-পয়সার তেমন দরকার ছিল না এলডারবেরির। কারণ নিজেই ভাস্কর হিসেবে অনেক নাম করেছিল। অত্যন্ত উঁচু মূল্যে সে তার ভাস্কর্য বিক্রি করত।

তবে মেয়েটির সৃষ্টির আউটপুট বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না কারণ শিল্পকলার প্রতি আমার রুচি অনেকটা বায়বীয়। মনে আছে একবার ওর একটি ভাস্কর্য দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম ও জিনিসটি দিয়ে আসলে সে কী বোঝাতে চেয়েছে।

'কেন বুঝতে পারছ না,' জবাব দিল সে, 'ভাস্কর্যের গায়ে লেখাই তো আছে "সারস উড়ছে"।'

অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ব্রোঞ্জে তৈরি জিনিসটি ভালোভাবে লক্ষ করে বললাম, 'হ্যাঁ, লেখাটা তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানে সারসটা কোথায়?'

'এই যে,' ছোট একটা ধাতব কোণের দিকে ইঙ্গিত করল ও, ওটা আকারহীন ব্রোঞ্জের বেদি থেকে উঠে এসেছে সূঁচাল হয়ে।

আমি পণ্ডিতদের মতো ওটাতে চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করলাম, 'এই তোমার সারস?'

'অবশ্যই, বুড়ো ভাম', বলল ও, (এলডারবেরি আদর করে মাঝে মাঝে এ বিশেষণে সম্বোধন করে আমাকে) 'ওটা দিয়ে সারসের লম্বা ঠোঁটকে বোঝানো হচ্ছে।'

'এতেই সব বোঝানো হয়ে গেল, এলডারবেরি?'

'একশোবার,' বলল এলডারবেরি, 'আমি সারসটার চেহারা এখানে উপস্থাপন করছি না, সারসীয় বিমূর্ত একটা ভাব ফোটাতে চেয়েছি। এতেই সবাই বুঝে যাবে।'

'হুঁ, বুঝে যাবারই কথা,' বিড়বিড় করলাম আমি, 'তুমি বলছ সারস উড়ছে। কিন্তু উড়ছে কোথায়?'

'আরে, বোকা!' চেঁচিয়ে উঠল ও, 'আকারহীন ব্রোঞ্জের বেসটাকে দেখতে পাচ্ছ না?'

'পাচ্ছি,' বললাম আমি, 'বরং এটাই আমার চোখে পড়েছে বেশি।'

'তুমি নিশ্চয়ই জান বাতাস বা যে কোনো গ্যাসের আসলে কোনো আকার নেই। কাজেই এই আকারহীন ব্রোঞ্জ বেসও বিমূর্তভাবে

www.banglainternet.com

আবহাওয়ামণ্ডলকে উপস্থাপন করছে। আর এই যে দেখ বেস-এর মুখে একটা হালকা খাড়া লাইন। এ দিয়েই বাতাস বোঝানো হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে আমার কাছে।'

'তো বিমূর্তভাবে সারসের উড়ে যাওয়াকে বোঝানো হয়েছে।'

'দারুণ,' বললাম আমি, 'গোটা বিষয়টি এখন আমার কাছে স্ফটিকস্বচ্ছ। এটার জন্যে কত পাবে তুমি ?'

'উ ?' বাতাসে হাত দিয়ে ঝাপটা মারল ও, যেন টাকাটা ওর কাছে কোনো বিষয়ই নয়। 'বোধহয় দশ হাজার ডলার। জিনিসটা এত সহজ যে এটার দাম এত বেশি রাখার কারণে নিজেকে বরং অপরাধীই লাগছে। বরং ওটা অনেক কঠিন জিনিস।' হাত তুলে দেখাল সে দেয়ালের গায়ে কার্ডবোর্ড আর চটের বস্তা দিয়ে তৈরি একটা ম্যুরাল। ম্যুরালটার মাঝখানে একটা ভাঙা হেলিকপ্টারের মতো জিনিস, মনে হল ওটার নিচের অংশে একটা ডিম রাখা হয়েছে।

আমি সমীহ নিয়ে জিনিসটার দিকে তাকালাম। 'এটার দাম নিশ্চয়ই অমূল্য ?'

'দাম কত রাখব এখনো ঠিক করতে পারিনি,' বলল এলডারবেরি। 'তবে ওটাকে আবার ভাঙা হেলিকপ্টার ভেবে বস না যেন। জিনিসটা একজনের আবর্জনার ব্যাগ থেকে উদ্ধার করেছি।'

হঠাৎ, জানি না কেন, ওর নিচের ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল, কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকল, 'আঙ্কেল জর্জ!'

আমি চট করে ওর বাম হাতটা ধরে ফেললাম। 'কী হয়েছে, সোনা ?'

'ওহ্, জর্জ,' বলল ও, 'আমি লোকজনের চাহিদা মেটাতে এসব সহজ বিমূর্ত ভাস্কর্য তৈরি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি।' ডান হাত রাখল এলডারবেরি। 'আমি যা চাই তা যদি করতে পারতাম। আমার শিল্পী হৃদয় বারবার আমাকে সে কাজটা করতেই তাগাদা দেয়।'

'কী সেটা, এলডারবেরি ?'

'আমি এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই। নতুন দিকে ধাবিত হতে চাই। আমি এমন কিছু তৈরি করতে চাই যে জিনিস কেউ কখনো করার চেষ্টা করেনি, সাহসও পায়নি।'

'তাহলে তা করছ না কেন, সোনা ? ওই কাজ করার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য তোমার আছে। নিজেকে তার মধ্যে ডুবিয়ে দাও।'

হাসল ও, সারা মুখ উদ্ভাসিত হল অপূর্ব সুষমায়। 'ধন্যবাদ, আঙ্কেল

www.banglainternet.com

জর্জ, ধন্যবাদ। আসলেই নিজেকে ডুবিয়ে দেয়া উচিত আমার। আমার গোপন একটি ঘর আছে যেখানে বসে ছোটখাট এক্সপেরিমেন্টগুলো করি, সেইসব কাজ যা শিক্ষিত, শিল্পী মনের মানুষদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। যেসব কাজের মূল্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা নেই অজ্ঞ বা রুচিহীনদের।'

'আমি ওগুলো একবার দেখতে পারি?'

'অবশ্যই, ডিয়ার আঙ্কেল। তুমি আমাকে যেভাবে সাহস যোগানোর কথা বলে অনুপ্রাণিত করে তুললে, তারপরও তোমাকে না বলি কী করে?'

মোটা একটা পর্দা সরাতেই গোপন একটা দরজা চোখে পড়ল আমার। এমনভাবে দরজার সাথে লাগানো, হঠাৎ দেখলে বোঝাই যাবে না। একটা বোতাম টিপল ও, স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলাম আমরা। পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ঘরে কোনো জানালা নেই। তবে বিদ্যুৎ বাতিতে দিনের মতো আলোকিত। একটা সারসের দিকে চোখ আটকে গেল আমার। দামি কোনো ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি। সারসটির গায়ে চমৎকারভাবে খোদাই করা হয়েছে পালক, চোখজোড়া উজ্জ্বল, জীবনের প্রাচুর্যে ভরপুর। ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, ডানা জোড়া আধ খোলা। যেন এখুনি উড়াল দেবে।

'গুড হেভেনস, এলডারবেরি,' বললাম আমি। 'জীবনেও এত সুন্দর জিনিস দেখিনি আমি।'

'তোমার পছন্দ হয়েছে? আমি এটার নাম দিয়েছি "ফটোগ্রাফিক আর্ট" আমার ধারণা এ নামকরণই ঠিক আছে। এটা পুরোপুরি এক্সপেরিমেন্টাল একটা বিষয়। সমালোচক এবং লোকে এটা দেখে হয়তো হাসবে, নাক সিটকাবে কারণ তারা বুঝতে পারবে না আমি আসলে কী করতে চেয়েছি। তারা সাধারণ বিমূর্তকলাকে দাম দেয় যার অস্তিত্ব পুরোটাই ভাসাভাসা এবং ও জিনিস যে কেউ বুঝতে পারে, কিন্তু এই সূক্ষ্ম জিনিস বোঝার ক্ষমতা সবার নেই।'

এরপর থেকে ওর গোপন ঘরে যখন তখন প্রবেশের সুযোগ আমি পেয়ে গেলাম এবং চমৎকার কিছু ভাস্কর্য দেখার সুযোগও ঘটল। একটি মেয়ের মূর্তি, শুধু মুখটা, অবিকল এলডারবেরির মতো, দেখে একদিন চমৎকৃত হলাম আমি।

'এর নাম দিয়েছি আয়না,' লাজুক ভঙ্গিতে বলল ও। 'এটা আমার আত্মাকে ফুটিয়ে তুলেছে, না?'

www.banglainternet.com

আমি সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালাম। তারপর সুযোগ বুঝে জিজ্ঞেস করলাম, 'এলডারবেরি, এটা কী করে সম্ভব যে তোমার কোনো,—' বিরতি দিলাম, তারপর শেষ করলাম কথাটি, 'বয়ফ্রেন্ড নেই ?'

'বয়ফ্রেন্ড,' চোখে পরিষ্কার ভর্ৎসনা এলডারবেরির। বলল, 'ফু ? তুমি তথাকথিত যে সব বয়ফ্রেন্ডের কথা বলছ তারা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তাদের দিকে তাকানোর সময় কোথায় আমার ? আমি একজন শিল্পী। আমার হৃদয়ে এবং অন্তরে সত্যিকারের এক পুরুষের ছবি আছে। তবে রক্তমাংসের কোনো মানুষের পক্ষে তাকে নকল করা সম্ভব নয়। ওই পুরুষই শুধু একা আমার হৃদয় জয় করতে পারে এবং জয় করেও নিয়েছে।'

'কিভাবে তোমার হৃদয় জয় করল, সোনা ?' মৃদুগলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'তার সঙ্গে তোমার পরিচয়ই বা কিভাবে হল ?'

'আমি— থাক, আঙ্কেল জর্জ। তোমার সঙ্গে ওর দেখা হবে। আর আমার গোপন কথা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানাচ্ছিও না।'

ফটোগ্রাফিক আর্ট-এর ঘরে ফিরে গেলাম আমরা। এলডারবেরি আরেকটা মোটা পর্দা ধরে টান মেরে সরিয়ে ফেলতেই আত্মপ্রকাশ করল একটি চোরকুঠরি। আর চোরকুঠরির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি পাথরের পুরুষ-মূর্তি, ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা। নগ্ন। নিখুঁত।

এলডারবেরি একটি বোতাম টিপতেই বেদির ওপর রাখা মূর্তিটি ঘুরে গেল, প্রতিটি কোণ থেকে ওটার পাথুরে শরীরের প্রতিটি পেশি দারুণভাবে ফুটে উঠল।

'আমার মাস্টারপিস,' দম বন্ধ করে বলল এলডারবেরি।

পুরুষের সৌন্দর্য আমাকে তেমন টানে না, তবে এলডারবেরির সুন্দর মুখে এমন মুগ্ধতা ফুটে উঠল, আমি বুঝতে পারলাম ভালোবাসা আর ভক্তিতে সে গদগদ হয়ে আছে।

'মূর্তিটার প্রেমে পড়ে গেছ তুমি,' মন্তব্য করলাম আমি।

'ও হ্যাঁ,' ফিসফিস করল এলডারবেরি। 'ওর জন্যে আমি মরতে পারি। ওর কাছে সব পুরুষকেই আমার বিশ্রী আর কুৎসিত মনে হয়। অন্য কেউ আমার শরীর স্পর্শ করছে ভাবলেও গা ঘিনঘিন করে ওঠে আমার। আমি ওকে চাই। শুধু ওকে।'

'বেচারি,' বললাম আমি, 'মূর্তিটা জীবন্ত নয়।'

www.banglainternet.com

'জানি, জানি,' ভাঙা গলায় বলল ও। 'আমার অন্তর এজন্যে ভেঙে চুরচুর হয়ে যায়। কিন্তু আমি কী করব?'

বিড়বিড় করলাম আমি। 'হাউ স্যাড! তোমার ব্যাপারটা দেখে আমার পিগম্যালিয়নের কথা মনে পড়ে গেল।'

'কার কথা?' জিজ্ঞেস করল এলডারবেরী, ও আর সব শিল্পীর মতোই বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবর রাখে না।

'পিগম্যালিয়ন। প্রাচীন সময়ের গল্প। পিগম্যালিয়ন তোমার মতোই একজন ভাস্কর। তবে সে ছিল পুরুষ। তোমার মতো চমৎকার একটি মূর্তি গড়ে ছিল সে। তবে সে নারী মূর্তি। নাম দিয়েছিল গ্যালাটিয়া। মূর্তিটি এত সুন্দর ছিল, ওটার প্রেমে পড়ে যায় পিগম্যালিয়ন। অবিকল তোমার সাথে মিলে যায় সবকিছু, শুধু তুমি হলে জীবন্ত গ্যালাটিয়া আর মূর্তিটা একটা পাথরের—'

'না,' জোর গলায় বলল এলডারবেরি, 'ভেব না ওর নাম আমি পিগম্যালিয়ন রাখব। ওটা অত্যন্ত কর্কশ একটা নাম। আমি চাই কাব্যিক কোনো নাম। আমি ওকে ডাকব,' আবার স্বপ্নালু হয়ে উঠল ওর চেহারা, 'হ্যাঙ্ক বলে। হ্যাঙ্ক নামটির মধ্যে নরম, সঙ্গীতের মতো একটা ব্যাপার আছে। আচ্ছা, পিগম্যালিয়ন আর গ্যালাটিয়ার শেষে কী হল?'

'ভালোবাসায় আচ্ছন্ন হয়ে পিগম্যালিয়ন আফ্রোদিতির কাছে প্রার্থনা করল—'

'কার কাছে?'

'আফ্রোদিতির কাছে, গ্রিকদের প্রেমের দেবী। সে আফ্রোদিতির কাছে প্রার্থনা করল আর দেবী মূর্তির মাঝে সঞ্চারিত করলেন জীবন। গ্যালাটিয়ার জ্যান্ত নারীতে রূপান্তর ঘটল, বিয়ে করল পিগম্যালিয়নকে, তারপর সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।'

'হুম্‌ম,' বলল এলডারবেরি। 'আফ্রোদিতি বলে আসলে কেউ নেই, তাই না?'

'না, বাস্তবে নেই। তবে—' আর কিছু বললাম না আমি। কারণ আমার দুই সেন্টিমিটার লম্বা দানবের কথাও যদি ওকে বলি, কিছুই বুঝতে পারবে না সে।

'খুব খারাপ,' বলল এলডারবেরি। 'কারণ এমন কেউ থাকলে সে যদি হ্যাঙ্ককে আমার জন্যে জ্যান্ত করে তুলতে পারত, যদি ঠাণ্ডা, শক্ত, মার্বেল থেকে উষ্ণ, নরম মাংসে রূপান্তর ঘটাতে পারত, তাহলে তাকে আমি

www.banglainternet.com

দিতাম— ওহ্, আঙ্কেল জর্জ, তুমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছ না হ্যাঙ্ককে জড়িয়ে ধরে আছ। তুমি— ওর মাংসের স্পর্শ পাচ্ছ তোমার হাতে— নরম—নরম—' বিড়বিড় করতে লাগল ও উদ্ভাসিত চেহারায়।

আমি বললাম, 'সত্যি বলতে কি, এলডারবেরি, আমি এ ধরনের কোনো কল্পনা করতে চাই না। তবে তুমি যে ব্যাপারটি উপভোগ করবে তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তবে তুমি বললে কেউ যদি ওকে ঠাণ্ডা, শক্ত মার্বেল থেকে উষ্ণ, রক্ত মাংসে রূপান্তর ঘটাতে পারে তাহলে তাকে কিছু দেবে। কী দেবে ভেবেছ কিছু?'

'কেন ভাবব না? তাকে আমি এক মিলিয়ন ডলার দেব।'

থেমে গেলাম আমি, যে কেউ তাই করত টাকার অঙ্কটা শুনে। তারপর জানতে চাইলাম, 'তোমার কি এক মিলিয়ন ডলার আছে, এলডারবেরি?'

'আমি দুই মিলিয়ন ডলারের মালিক, আঙ্কেল জর্জ,' সেই সহজাত, বাতাসে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে জবাব দিল ও, 'আর ওখান থেকে অর্ধেক টাকা দিতে কোনোই অসুবিধে নেই আমার। হ্যাঙ্কের জন্যে ওই পরিমাণ টাকা খরচ করতে রাজি আছি আমি। বিশেষ করে যখন এসব বিমূর্ত জিনিস তৈরি করে প্রচুর কামাতে পারছি আমি।'

এটা পরিষ্কার অ্যাজাজেলের কাজ। কাজেই আমার খুদে বন্ধুকে স্মরণ করলাম আমি।

যথারীতি চেহারায় বিরক্তি নিয়ে হাজির হল সে এবং তার মেজাজ কেন খারাপ তার দীর্ঘ বিরক্তিকর ফিরিস্তি দিতে লাগল। যাক, বকবকানি শেষ হলে ওকে অনুরোধ করলাম পাথরের মূর্তির শরীরে প্রাণ সঞ্চার করার জন্যে।

তীক্ষ্ণ গলায় এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল সে, কানে বড় বাজল, 'সিলিকেটের তৈরি জিনিসের গায়ে জীবন আনব? তারচে' বলছ না কেন তোমার গ্রহটিকে পশুর বিষ্ঠায় ভরিয়ে দিতে? আমি পাথরকে কিভাবে জ্যান্ত করে তুলব?'

'অবশ্যই তুমি পারবে, হে শক্তিমান,' বললাম আমি, 'তোমাকে শুধু ঠাণ্ডাকে গরম, পাথরকে মাংসে আর শক্তকে নরমে রূপান্তর ঘটাতে হবে। বিশেষ করে নরম। এক তরুণী মূর্তিটিকে আলিঙ্গন করতে চায়, চায় তার আঙুলের নিচে নরম মাংসের ছোঁয়া। কাজটা খুব কঠিন হবে না। মূর্তিটা অবিকল মানুষের মতো দেখতে, তোমাকে শুধু ওর মধ্যে পেশি, রক্তনালি, অর্গান আর নার্ভ ঢুকিয়ে দিয়ে চামড়া দিয়ে ওটাকে ঢেকে দিতে হবে।'

www.banglainternet.com

'ব্যস, এ দিয়ে ঢেকে দিলেই হবে ? আর কিছু করতে হবে না, অ্যাঁ ? জান, এমনকি আদিম মস্তিষ্কও কতটা জটিল ?'

'মস্তিষ্ক নিয়ে বেশি কিছু করার দরকার নেই। এলডারবেরি খুব সহজ-সরল মেয়ে। সে মূর্তির মস্তিষ্ক নিয়ে ভাববে বলে মনে হয় না। সে শুধু জ্যান্ত মূর্তি চায়।'

'ঠিক আছে। আগে মূর্তিটা দেখাও। তারপর কিভাবে কাজটা করব ভাবতে হবে।'

'দেখাব। তবে একটা কথা— আমরা যখন মূর্তিটাকে দেখব তখন ওকে জ্যান্ত করে তুলবে। আর ওটা যেন সাংঘাতিকভাবে এলডারবেরির প্রেমে পড়ে যায়।'

'প্রেম কোনো ব্যাপার নয়। শুধু হরমোন অ্যাডজাস্ট করে দিলেই হল।'

পরদিন এলডারবেরিকে বলতেই ও রাজি হয়ে গেল মূর্তিটা আবার দেখাতে। অ্যাজাজেলকে শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে চললাম, 'উঁকি মেরে সবকিছু দেখছিল ও। তীক্ষ্ণ আওয়াজের ঘোঁৎঘোঁতানি বন্ধ। তবে এলডারবেরির সমস্ত নজর তার মূর্তির দিকে ছিল। এক বুড়ি বিশালদেহী দানবও ওর পাশে এসে দাঁড়ালে টের পেত না।

'তো ?' মূর্তি দেখিয়ে এনে পরে জিজ্ঞেস করলাম অ্যাজাজেলকে।

'কাজটা করার চেষ্টা করব,' বলল ও। 'তোমার মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ওর শরীরে লাগিয়ে দেব। মেয়েটা তার মূর্তির মধ্যে নরম মাংসের উষ্ণতা টের পাবে। তবে কাল দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে। আমি অন্তত এ কাজটাতে কোনো তাড়াহুড়ো করতে পারব না।'

'ঠিক আছে। আমরা অপেক্ষা করব।'

পরদিন সকালে এলডারবেরীকে ফোন করলাম। 'এলডারবেরি, সোনা। আমি আফ্রোদিতির সঙ্গে কথা বলেছি।'

উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করল ও, 'ওর তাহলে সত্যি অস্তিত্ব আছে, আঙ্কেল জর্জ ?'

'এক অর্থে তাই। আজ দুপুরে তোমার আইডিয়াল পুরুষ আমাদের চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠবে।'

'আমার সঙ্গে মশকরা করছ না তো, আঙ্কেল ?'

'আমি কখনো মশকরা করি না,' বললাম আমি। তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই খানিকটা নার্ভাসবোধও করছিলাম। কারণ পুরো ব্যাপারটাই অ্যাজাজেলের ওপর নির্ভর করছিল। তবে অ্যাজাজেল কখনো ব্যর্থ হয়নি, এই যা ভরসা।

www.banglainternet.com

দুপুরে আবার চোরকুঠরি উন্মোচিত করা হল। আমরা তাকালাম মূর্তির দিকে। ওটা পাথর কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শূন্যে। এলডারবেরিকে বললাম, 'তোমার ঘড়ির সময় ঠিক আছে তো?'

'অবশ্যই। অবজারভেটির সঙ্গে চেক করে দেখেছি। আর এক মিনিট আছে।'

'এক/দু'মিনিটের মধ্যেই বোধহয় পরিবর্তনটা ঘটে যাবে। একেবারে নিখুঁত সময় বলা মুশকিল।'

'দেবী নিশ্চয়ই ঠিক সময়েই হাজির হয়ে যাবেন,' বলল এলডারবেরি।

'না হলে আর দেরি হয়ে লাভ কি?'

ঠিক দুপুরবেলায় মনে হল কেঁপে উঠল মূর্তিটা। আস্তে আস্তে, তার রঙ, মরা, সাদা মার্বেল থেকে গোলাপি হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে তার শরীরে স্পন্দন লক্ষ করলাম, বাহুজোড়া ঝুলে পড়ল শরীরের দুই পাশে, নীল রঙ ধারণ করল চোখ, জ্যান্ত মানুষের মতো ঝিলিক দিল। তার চুলের রঙ হয়ে উঠল হালকা বাদামি এবং শরীরের অন্যান্য যে সব জায়গায় লোম গজানোর দরকার, গজিয়ে গেল। মাথাটা ঝুঁকিয়ে আনল সে, তাকাল এলডারবেরির দিকে। সে হাঁ হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ধীর পায়ে মূর্তি নেমে এল বেদি থেকে, হাত জোড়া সামনের দিকে বাড়িয়ে রেখে হেঁটে গেল এলডারবেরির দিকে।

'তুমি এলডারবেরি, আমি হ্যাঙ্ক,' বলল সে।

'ওহ্ হ্যাঙ্ক,' বলেই মূর্তির বাহুর মধ্যে সেঁধিয়ে গেল এলডারবেরি।

অনেকক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল ওরা, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল এলডারবেরি, উল্লাসে ঝলমল করছে চোখ। বলল, 'আঙ্কেল জর্জ। হ্যাঙ্ক আর আমি ক'টা দিন এ বাড়িতেই থাকব হানিমুনের মতো। তারপর তোমার সঙ্গে দেখা করব।' ও আঙুলের কড় গুণতে লাগল, যেন টাকা গুণছে।

উল্লাস ফুটল আমার চোখেও, পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম ও বাড়ি থেকে। একজন নগ্ন পুরুষকে পোশাক পরা একটি মেয়ে জড়িয়ে ধরে আছে, ব্যাপারটা বেখাপ্পা লাগছিল। তবে আমার ধারণা আমি চলে আসা মাত্র নিজের ভুলটা শুধরে নিয়েছে এলডারবেরি।

এলডারবেরির ফোনের জন্যে দিনদশেক অপেক্ষা করার পরেও ও যোগাযোগ করছে না দেখে অবাক হলাম না। ভাবলাম কোনো কাজে ব্যস্ত আছে। তারও পরে দশদিন গেল। চিন্তা করলাম আরো ক'টা দিন অপেক্ষা করি। এর মধ্যে ফোন না এলে নিজেই যাব ওর বাড়িতে।

www.banglainternet.com

কিন্তু যোগাযোগ করল না এলডারবেরি। অগত্যা আমাকেই বেরুতে হল। ওর বাড়ির বেল টিপলাম। সাড়া নেই। আতঙ্কিত হয়ে ভাবলাম বেশি স্ফূর্তির চোটে ওরা আবার মরে-টরে গেল না তো! এমন সময় ক্যাঁচকোঁচ শব্দে খুলে গেল দরজা।

এলডারবেরি। স্বাভাবিক লাগছে ওকে। তবে চোখ জ্বলছে রাগে। আমাকে দেখে বলল, 'অঃ তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি,' বললাম আমি। 'ভাবলাম হানিমুন করতে শহরের বাইরেই গেলে কি না।'

'কিন্তু কেন এসেছ আমার কাছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

প্রশ্নের ধরনে আন্তরিকতা নেই মোটেই। হয়তো হুট করে এসে পড়ায় বিরক্ত হয়েছে ও, কিন্তু কুড়ি দিন পরে বিরক্ত করলে তাতে মহাভারত এমন কিছু অসুদ্ধ হয়ে যাবে না।

বললাম, 'এক মিলিয়ন ডলারের কথা ভুলে গেলে, সোনা?' দরজার কপাট ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম আমি।

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল ও আমার দিকে। 'তুমি যা পাবে তা হল বাবেকস, বুড়ো।'

বাবেকস কী জিনিস জানি না আমি, তবে এটা যে মিলিয়ন ডলারের চেয়ে খারাপ কিছু তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আহত হবার চেয়ে অবাক হলাম বেশি, 'কেন? কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে?' বলল ও। 'কী হয়েছে? দেখাচ্ছি তোমাকে কী হয়েছে। আমি বলেছিলাম নরম শরীরের হ্যাঙ্ককে চাই। তাই বলে সব কিছু নরম হবে, তাও স্থায়ীভাবে, এমনটি চাইনি।' কথা শেষ হওয়া মাত্র প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিল মেয়েটা। তারপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। আমি হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরে। এক মুহূর্ত পরে আবার দরজা খুলল ও, 'তোমার চেহারা যদি আর কখনো এখানে দেখি, হ্যাঙ্ককে বললে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তোমাকে। এমনিতে ওর গায়ে ষাঁড়ের মতো শক্তি।'

অগত্যা চলে এলাম ওখান থেকে। এছাড়া কিইবা করার ছিল আমার?

জর্জ গল্প শেষ করে মাথা নাড়ল। এমন করুণ দেখাল ওর চেহারা যে মায়াই লাগল আমার।

www.banglainternet.com

বললাম, 'জর্জ, জানি এ জন্যে অ্যাজাজেলকে দোষ দেবে তুমি। কিন্তু আসলে এটা ওর দোষ নয়। তুমি নরম শরীরের ওপর বেশি জোর দিয়েছিলে—'

'মেয়েটাও তাই চেয়েছিল,' ক্ষোভ প্রকাশ পেল জর্জের কণ্ঠে।

'তা ঠিক। তবে তুমি অ্যাজাজেলের সামনে মডেল হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছ। সেক্ষেত্রে অক্ষমতার ব্যাপারটি—'

হাত তুলল জর্জ আমাকে চুপ করার ইঙ্গিত করে, চোখ গরম করে বলল, 'এ ব্যাপারটাই বরং আমাকে বেশি আঘাত করেছে টাকা হারানোর বেদনার চেয়েও। আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, যদিও বেশ ক'বছর আমার সারা—'

'বেশ, বেশ, জর্জ। বুঝতে পারছি। সেজন্যে ক্ষমাও চাইছি। নাও, এই দশটা ডলার রাখ। আমার কাছে পাওনা ছিল তোমার।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দেখলাম টাকাটা পকেটে পুরল জর্জ এবং হাসল।

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com